'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ. তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৩ (ক) সংখ্যা
আগষ্ট,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

বহুরূপীদের অন্দরমহল

ড. মিলন কান্তি দাস

বহুরূপীরা বর্ণময় সাজের অধিকারী হলেও এদের সংসার বর্ণহীন বললেই চলে। এক সময়ে বাংলার গ্রাম-গঞ্জে বিনোদনের অন্যতম এক মাধ্যম ছিল এই বহুরূপী। কিন্তু বর্তমানে বহুরূপীরাই যেখানে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এবং আধ চেনা মুখ, সেখানে তাদের অন্দরমহলের খবর প্রায় অজানাই থেকে যায়। বহুরূপীদের ঘর আর গৃহস্থালীর সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এ বিষয়ে আমরা প্রচুর তথ্য পাই। বহুরূপীরা জীবিকার তাগিদে দিনের বেশীরভাগ সময় বাড়ীর বাইরে থাকে বলে সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের উপর এসে পড়ে। বহুরূপীদের অন্দরমহল – প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে আমি মূলত দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জোর দেব। প্রথমটি হলো বহুরূপীদের সাংসারিক ও পেশাগত জীবনে পরিবারের নারীদের ভূমিকা এবং অন্যটি হলো বহুরূপী মানসে নারী।

বহুরূপীর শিল্প কর্মের উপরেই তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা নির্ভরশীল। নিজের এবং গোটা পরিবারের দৈনন্দিন অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অর্থ সংস্থান করতে হয় বহুরূপীদেরকেই। প্রতিদিন প্রায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বহুরূপীদের জীবিকা সংগ্রাম শুরু হয়। প্রায় একই সঙ্গে হয়তো বা তারও আগে থেকেই উঠোন ঝাঁট দেওয়া, দাওয়া নিকানো ইত্যাদি প্রাত্যহিক কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকেই বহুরূপীদের স্ত্রী কন্যারা বহুরূপীদের সাজকে নিখুঁত ও সম্পূর্ণ করে তোলে, বিশেষজ্ঞ বিউটিশিয়ানদের থেকে যা কিছু কম নয়। রূপসজ্জার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি এগিয়ে দেওয়া, পোষাকের উপযুক্ত করে চুল বেঁধে দেওয়া, কোমরবন্ধ বা বাজুবন্ধের ফিতে (কালীর রূপসজ্জার ক্ষেত্রে) পিছন থেকে বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি কাজে মহিলাদের সহায়তা লক্ষ্যনীয়। বহরমপুরের বসন্ততলা বাজার পাড়ার বহুরূপী কমল রায়ের স্ত্রী মাধবী রায়ের সঙ্গে এবিষয়ে কথা হচ্ছিল। "অভাবের সংসারে আমিই বললাম বহুরূপী সাজো... আমি সাজিয়ে দিতাম, চুল বেঁধে দিতাম, টিনের হাত জিভ সব লাগিয়ে দিতাম।"" অভাবের তাড়নায় অনেক সময় খুব ছোট বয়সের কিশোর-কিশোরীরাও বহুরূপী সজতে বাধ্য হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এরা বহুরূপী পরিবারের সদস্য হলেও বয়স অল্প থাকায় মায়েরাই এদের রূপসজ্জা সম্পূর্ণ করে। বিষয়পুরের দলিল চৌধুরীর (সাক্ষাতকারের সময় অবশ্য গুসকরা নিবাসী) আট

বছরের মেয়ে রূপা চৌধুরীকে ও তার মা পায়ত্রী চৌধুরী বহুরূপী সাজিয়ে দেয়।

জীবিকার তাগিদে বহুরূপীরা কখনও বহুদিন ঘরছাড়া আবার কখনও শিকড় উপড়ে যাযাবর। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা ট্রেনে বাসে চড়ে তাকে যেতে হয় বাড়ী থেকে অনেক দূরে। নিজের বাড়ীর কাছে পিঠে পথে ঘাটে ঘুরে তার যা আয় হয় তাতে তার সারা বছর অন্ন সংস্থান সম্ভব হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই বহুরূপীকে নিরন্তর ঘুরে বেড়াতে হয় এক থেকে অন্য শহর, গ্রাম, জেলা এমনকি রাজ্যও।

ঘর ছেড়ে অন্যত্র যাবার সময় বহুরূপীকে তার প্রায় পুরো সংসারই নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রী, পুত্র কন্যা, গৃহপালিত পশু, বিছানাপত্র, রান্নার বাসনপত্র ইত্যাদি নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অল্প পরিচিত কোন স্থানে গিয়ে অস্থায়ী আস্তানা গাড়তে হয়। সাধারণত এসবক্ষেত্রে বহুরূপীরা কোন ক্লাব, স্কুল বাড়ি, থানা, সরকারী অফিসের বারান্দা, পঞ্চায়েত বা বিডিও অফিসের কোন পরিত্যক্ত অংশে, রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বা রেললাইনের ধারের কোন স্থানে অথবা নিরুপায় হয়ে গাছতলাতেও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অর্থের প্রয়োজনে সেখানে পৌঁছেই হয়তো বহুরূপীকে তার সাজ-পোষাক অবলম্বন করে বেড়িয়ে পড়তে হয় পথে ঘাটে অথবা সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তার অনুমতি নিতে। সেই সময় বহুরূপীদের স্ত্রী কন্যারা নতুন স্থানকে তাদের বাসযোগ্য করে তোলে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোন ছোট পরিত্যক্ত বারান্দা বা ঘর বা সিঁড়ির তলা যে রকম পরিপূর্ণ ঘরের চেহারা নেয় তা না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য হয় না। এসময় বহুরূপীদের স্ত্রী কন্যারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকে এত সূক্ষ্ম নিপুনতায় নতুন স্থানে প্রতিস্থাপন করে যা সত্যিই শিক্ষণীয়। নতুন স্থানকে ঝাঁট দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে তার মধ্যে নতুন করে সংসার পাততে তাদের এক বেলাও লাগে না। বাইরের জগৎ থেকে নিজেদের ঐ ছোট্ট ঘরটিকে (?) আলাদা করার জন্য তারা নিজেদের শতচ্ছিন্ন কাপড় বা বিছানার চাদরকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করে।

যাযাবর জীবনে অভ্যস্থ বহুরূপীদের স্ত্রী-কন্যারা আজকের আধুনিকাদের মতই দশভূজা হয়ে ঘর ও বাইরের সামাল দেয়। প্রত্যক্ষভাবে অর্থ উপার্জনে এদের ভূমিকা প্রায় না থাকলেও বহুরূপীকে নানা ভাবে সাহায্যকরার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বহুরূপীরা নতুন স্থানে গিয়ে অন্যান্য সমস্ত দায়িত্ব স্ত্রী-কন্যাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা অর্থ উপার্জনে বেড়িয়ে পড়তে পারে। নতুন জায়গায় বহুরূপীর স্ত্রী অর্থ উপার্জনের খুব একটা সুযোগ না পেলেও তাদের স্থায়ী ঘর বাড়ির নিকটে তারা ছোট খাটো কাজ করে থাকে। বাড়ীর বাচ্ছাদের সামলালো, বৃদ্ধ বাবা-মা'র